Pidim Foundation

ত্রৈ | মা | সি | ক

পিদিম বার্তা

▪ বর্ষ ০১ ▪ সংখ্যা ০১ ▪ জানুয়ারি, ২০২০ ▪

মুখবন্ধ

কর্ম এবং ব্যক্তি-জীবনে চলার পথে অনেক ঘটনা ঘটে, যা আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা পড়ে। তবে কোনো-কোনো ঘটনা মাঝে-মধ্যে আমাদের মনে রেখাপাত করে, আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে, তা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। আমাদের অনেক দিনের প্রত্যাশা ছিল, যেন নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে একটি নিউজ লেটার প্রকাশ ক'রে আমাদের ব্যক্তি এবং কর্মক্ষেত্রে ঘটে-যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো প্রকাশ করতে পারি। দীর্ঘদিনের এই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে আমরা 'পিদিম বার্তা' নামে ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনারা ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে জেনেছেন এবং অনেকেই নিউজলেটার-এর জন্য লেখা ঢাকা অফিসে পাঠিয়েছেন। আপনাদের এ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। আমার বিশ্বাস, আমরা একে-অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু না কিছু শিখতে পারবো, যা আমাদের চিন্তায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। চিন্তার বিকাশ ঘটানো উন্নত জীবনে প্রবেশের প্রধান অবলম্বন। আমি আশা করবো, সকলের সহযোগিতায় আমরা নিয়মিত 'পিদিম বার্তা' বের করতে পারবো। এটি আমাদের সংস্থাকে অন্যের কাছে তুলে ধরতেও সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস।

এডভিন বরুন ব্যানার্জী, নির্বাহী পরিচালক
পিদিম ফাউন্ডেশন

একনজরে পিদিম

পিদিম ফাউন্ডেশন ১৯৯৫ সালের ১ মে নির্বাহী পরিচালক এডভিন বরুন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে কয়েকজন সমাজসেবী ব্যক্তিকে নিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবায় (ডাচ ইন্টার চার্চ এইড বা ডিয়া নামক নেদারল্যান্ড ভিত্তিক একটি দাতা সংস্থার অনুদানে) গাজীপুর জেলার বাড়ীয়া ইউনিয়নে 'মা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি' উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় ২৫ বছরে এসে পিদিম এখন অনেক বিস্তৃত ও পরীক্ষিত। পিদিম ফাউন্ডেশন ১০টি জেলায়, ৩০টি উপজেলায় ও ১,৪০৮টি গ্রামে কাজ করে। পিদিম বর্তমানে ৩টি জোন, ১৫টি এরিয়া এবং ৬৮টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর '১৯ ক্লোজিং-এ ঋণস্থিতি ২২৪ কোটি টাকা, সদস্যের সঞ্চয় স্থিতি ৮৬ কোটি টাকা, সদস্য ৫৬,৭৩০ জন এবং ঋণী সদস্য ৪২, ১১৪ জন রয়েছে। পিদিম ফাউন্ডেশনের বর্তমান জনবল সংখ্যা ৪৯৮ জন।

বাস্তবায়নের অপেক্ষায় কর্মসূচিসমূহ

মুজিববর্ষ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পিদিম ফাউন্ডেশন এ বছর 'অতিদরিদ্র পরিবারের' সন্তানদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি'র অধীনে ২ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া ১৭ মার্চ, ২০২০ ইং তারিখে পিদিম প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনী ভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে এবং এমআরএর-এর ব্যানারে পিদিম-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অংশগ্রহণে র‍্যালি সহকারে ধানমন্ডি ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে।

রজত জয়ন্তী

পিদিম ফাউন্ডেশন ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এপ্রিল, ২০২০ সময়ে রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন ঋণ প্রদানকারী সংস্থা (পিকেএসএফ ও ব্যাংক), বিভিন্ন এনজিও, নেটওয়ার্কিং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পিদিম পরিবারের পরিচালনা পর্ষদ এবং কর্মীদেরকে নিয়ে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে প্রত্যেক শাখাতেই পৃথক অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া নিজস্ব অভিব্যক্তি, ভালো লাগা, ভালোবাসা প্রকাশ করার লক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে। সকলেই তাদের উপলব্ধিগুলো স্মরণিকায় প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন।

বিশেষ কর্মসূচি

সভা ও কর্মশালা:

- প্রতিমাসের ৩ তারিখে জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার এবং প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- গত ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ ইং তারিখে পিদিম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এডভিন বরুণ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে, সিনিয়র পরিচালক (কার্যক্রম) হুমায়ূন কবীর সেলিমের তত্ত্বাবধানে প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মাষ্টারবাড়ি এরিয়ার কর্মকর্তাদের সাথে SEP (Sustainable Enterprise Project) প্রকল্পের অরিয়েন্টেশনাল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

মাস্টার বাড়ী এরিয়া পরিদর্শন

- গত ২৯ অক্টোবর, ২০১৯ ইং তারিখে পিদিম-এর নির্বাহী পরিচালক এডভিন বরুণ ব্যানার্জী, সিনিয়র পরিচালক (কার্যক্রম) হুমায়ূন কবীর সেলিম এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ গাজীপুর এরিয়ার গাজীপুর ও মীরেরবাজার শাখা পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে তারা সমিতি পরিদর্শন করেন এবং শাখা-পর্যায়ের কর্মীদের সাথে আলোচনা করেন।

গাজীপুর ও মীরের বাজার শাখা পরিদর্শনের কিছু স্থির চিত্র

- গত ২১ নভেম্বর, '১৯ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় জোন ঢাকা ডিভিশন-১-এর জেনারেল ম্যানেজার মল্লিক আবদুল্লাহ আল মামুন, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সহকারী জেনারেল ম্যানেজারসহ ৮ জনের একটি টিম পিদিম ফাউন্ডেশনের শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী শাখা এবং ময়মনসিংহ জেলার বগার বাজার শাখার অধীনস্থ কিছু সমিতি পরিদর্শন এবং শাখা-পর্যায়ের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন। উক্ত টিমের সকল সদস্য পিদিম ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া তারা মতপ্রকাশ করেন যে, দারিদ্র্য দূরীকরণে পিদিম ফাউন্ডেশন কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তারা সমিতি পরিদর্শন করছেন

বিশেষ দিন উদ্‌যাপন

শুভ বড়দিন উপলক্ষে গত ২২ ডিসেম্বর, '১৯ ইং তারিখে পিদিম প্রধান কার্যালয়ে জেনারেল কমিটির সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে সকল কর্মীকে নিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে প্রাক্-বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। বড়দিন উপলক্ষে আমন্ত্রিত অতিথিরা তাদের বক্তব্যে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরেন।

পিদিম ইসি চেয়ারম্যান মারিয়া বাড়ৈ যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন

নববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন

গত ১ জানুয়ারি, ২০২০ ইং তারিখে পিদিম প্রধান কার্যালয়ে সকল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে নির্বাহী পরিচালক, সিনিয়র পরিচালক (কার্যক্রম), উপ-পরিচালক (মানব সম্পদ বিভাগ) ও উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) নববর্ষ উপলক্ষে কেক কেটে নববর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

কেক কেটে নববর্ষ উদ্‌যাপন

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা-২০২০

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও পিকেএসএফ গত ১২-১৮ নভেম্বর, '১৯ ইং তারিখে উন্নয়ন মেলার আয়োজন করে। পিদিম উন্নয়ন মেলার স্টলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়ি, পাঞ্জাবি, থ্রী-পিছ ও জামদানি কাপড় দিয়ে ডায়েরি, কুশন কভার, পর্দা ও হাত ব্যাগ ইত্যাদি পণ্যের সমাহার ছিল। প্রত্যেকটি জামদানি শাড়িতে দৈনন্দিন জীবনে জামদানি শাড়ির গল্প ও ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলা হয়।

পিদিমের স্টলে একজন ক্রেতা জামদানি শাড়ি ক্রয় করছেন

নতুন শাখা খোলা

- গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখে মির্জাপুর উপজেলায় পিদিম ফাউন্ডেশন গোড়াই শাখায় ঋণ বিতরণের মাধ্যমে শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জোনের জোনাল ম্যানেজার মো. মোখলেছুর রহমান এবং শাখার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।
- গত ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখে সিনিয়র পরিচালক (কার্যক্রম) মহোদয়ের উপস্থিতিতে পিদিম ফাউন্ডেশন সন্তাপুর শাখার ঋণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিচালক মহোদয় সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সংস্থার নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত দিনে ১১ জন সদস্যের মাঝে ৪,৫০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

সিনিয়র পরিচালক (কার্যক্রম) সন্তাপুর শাখা উদ্বোধন ক'রে ঋণ বিতরণ করছেন

মানব সম্পদ উন্নয়ন

- গত ১৪-১৬ সেপ্টেম্বর, ২০-২২ সেপ্টেম্বর এবং ১০-১২ ডিসেম্বর, ২০১৯-এ ৩ ব্যাচে মোট ৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়ে প্রধান কার্যালয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।
- ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯ এবং ১ ডিসেম্বর, ১৯ ইং তারিখে ২ ব্যাচে মোট ৪১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়ে পিদিম প্রধান কার্যালয়ে মোটিভেশনাল ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ৭ ও ৮ ডিসেম্বর, ১৯ ইং তারিখে ২ ব্যাচে ৫৪ জন হিসাবরক্ষককে নিয়ে পিদিম প্রধান কার্যালয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন প্রশিক্ষণের কিছু স্থির চিত্র

প্রজন্ম বৃত্তান্ত

- রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিসার, মো. আহসান উল্লাহ্'র কন্যা মানসুরা আহসান নুভিরা মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে (ইংলিশ ভার্শন) পিএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে।
- টিম লিডার (এমআইএস), প্রদীপ সাহার পুত্র প্রিন্স সাহা মনিপুর স্কুল এন্ড কলেজ হতে সমন্বিত মেধা তালিকায় ১০০% মার্ক পেয়ে ২য় শ্রেণি থেকে ৩য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে।
- হেমায়েতপুর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার-এর কনিষ্ঠা কন্যা সাউদা খানম মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে পঞ্চম শ্রেণিতে পিএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে।
- তিনানী এরিয়ার সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মো. রেজাউল করিমের পুত্র মো. আসিফ করিম ভিজে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা থেকে জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে।
- তিনানী এরিয়ার ঝিনাইগাতী শাখার নিরবালা কোচ, সিও'র কন্যা সুপ্রীতি কোচ হাজী ওসি আমিরুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে।
- রাজাবাড়ী এরিয়ার পোড়াবাড়ী শাখার হিসাবরক্ষক মো. ইমদাদুল হক প্রথম পুত্রসন্তানের জনক হয়েছেন।
- গাজীপুর এরিয়ার, গাজীপুর শাখার এল.ও. মো. মাহফুজুল হক প্রথম কন্যা সন্তানের জনক হয়েছেন।
- গাজীপুর এরিয়ার গাজীপুর শাখার সি.ও. মো. জহুরুল ইসলাম দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের জনক হয়েছেন।
- গাজীপুর এরিয়ার ভোগড়া শাখার এবিএম আব্দুর রহিমের একমাত্র কনিষ্ঠা বোন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইআর (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) বিষয়ে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

বিয়োগান্তক সংবাদ:

- প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী, মোছা. নাজনীন নাহার-এর পিতা মো. নজরুল ইসলাম মণ্ডল গত ৬ জানুয়ারি, ২০২০ ইং তারিখ সকাল ১১.২০ ঘটিকায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)
- সিনিয়র এডমিন অফিসার মি: সৈকত হালদার এর পিতা সুনীল হালদার গত ২৬ শে নভেম্বর ২০১৯ ইং তারিখ সকাল ৯ ঘটিকায় দীর্ঘদিন অসুস্থ্য থাকার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
- মাস্টারবাড়ী এরিয়ার ভালুকা শাখার এবিএম মো. ইব্রাহীম হোসেনের মা মোসা. রোকেয়া বেগম গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখ ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

স্মৃতিকথা

"আমার দেখা পিদিম"

মনে হয়, এইতো সেদিনের কথা – ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ সাল; পিদিম-এর ঢাকা অফিসে ৫৫ জন প্রতিযোগীর সাথে প্রতিযোগিতা ক'রে লিখিত পরীক্ষায় প্রথম হই। তৎকালীন ক্রেডিট কোঅর্ডিনেটর মো. আসাদুজ্জামান এবং প্রধান হিসাবরক্ষক চার্লস বেনিডিক্ট সরকারের কাছে মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ সালে গাজীপুরে প্রধান হিসাবরক্ষকের অধীনে হিসাবরক্ষক হিসেবে যোগদান করি। ওই সময় গাজীপুর, শ্রীপুর, কাপাসিয়া এবং পিরুজালীসহ পিদিম-এর মোট ৪টি শাখা ছিল। তখন ঢাকা অফিসে শুধুমাত্র নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এবং অফিস সহকারী আলপিন বসতেন। প্রধান কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যাবলী গাজীপুর থেকেই সম্পাদিত হতো। চার্লস মহোদয় যদিও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র ছিলেন না, তারপরও তার মেধা ছিল অসাধারণ। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও পরোপকারী ছিলেন। আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন। রাতে কোথায় থাকবো – এই ভেবে ভারাক্রান্ত মনে বসে আছি। চার্লস মহোদয় আমাকে দেখে বুঝতে পেরে বললেন, বাসা না পাওয়া পর্যন্ত আপনি আমার বাসায় থাকবেন এবং আমাকে এক প্রকার জোরপূর্বক তার বাসায় নিয়ে গেলেন। আমি তার বাসায় ৭ দিন ছিলাম। তার ও তার পরিবারের আতিথেয়তা ও মানবিকতা আমি কোনো দিন ভুলবো না।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের অনুমোদনক্রমে ২০০৬ সালে পিদিম ২৮টি নতুন শাখা চালু করে। ক্রেডিট কোঅর্ডিনেটর আসাদুজ্জামান সাহেব সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সদালাপী ছিলেন। মানুষ বৈচিত্র্যময়! মানুষ চেনা অনেক কঠিন কাজ। মানুষকে ভালোবাসলে অনেক সময় আঘাত করে, উপকার করলে অনেক সময় অপকার করে। অর্থের লোভ-লালসায় একজন ভালো মানুষও যে দুষ্ট চক্রে নিমজ্জিত হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিতে পারে, পিদিমে তার অনেক জ্বলন্ত উদাহরণ রয়েছে। আমি মনে করি, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা সংস্থার স্বার্থে ব্যবহার করলে তাদেরও ভাগ্যের পরিবর্তন হতো, পাশাপাশি পিদিম আরো অনেক দুর এগিয়ে যেতে পারতো। সার্বিক বিবেচনায় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আবু সুফিয়ান খান সাহেবকে ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার হিসেবে ঢাকায় নিয়োগ দেন। ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার মহোদয়ের অধীনে ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পদোন্নতি পেয়ে গাজীপুর থেকে আমি ঢাকায় যোগদান করি। আমি তার কাছে অনেক কিছু শিখেছি। পিদিম ২০০৮ হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন সময় পার করেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নির্বাহী পরিচালক মহোদয় প্রধান কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মীদেরকে নিয়ে দিন-রাত কঠিন পরিশ্রম করেছেন। তার বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণে পিদিম ধীরে-ধীরে সকল বাধা-বিপত্তি ও কালো মেঘ কাটিয়ে সূর্যের আলো দেখতে শুরু করেছে। আন্তঃসম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করে পিকেএসএফ-এর পাশাপাশি আরো ৮টি ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া সম্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৪টি শাখা থেকে বর্তমানে পিদিমে ৬৮টি শাখায় ঋণ কার্যক্রম চলছে। আমার দেখা পিদিম-ই অন্যতম প্রতিষ্ঠান, যেখানে অন্যায়, অত্যাচার, ব্যভিচার, কর্মীর পকেট থেকে টাকা ভরা এবং আর্থিকসহ কোনো অনিয়মকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না। পিদিম সর্বদা সততা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও যোগ্যতাকে মূল্যায়ন ক'রে থাকে। পিদিম ছোট সংস্থা হলেও বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে এবং ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে অনেক বড় সংস্থার চেয়েও অনেক দূর এগিয়ে আছে।

আমাদের শ্রদ্ধাভাজন নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের অধীনে কাজ ক'রে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি। তার সাথে যেদিন থেকে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, আমি সেদিন থেকে দেখেছি, তিনি কখনো নিজের সুযোগ-সুবিধার কথা ভাবেন নি। সবর্দা সদস্য, কর্মী এবং সংস্থার কথা ভেবেছেন। পিদিম-এর কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা, সম্মান, মর্যাদা এবং মাথা গোঁজার ঠাই পেয়েছি, যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে শেষ করা যাবে না। পরিশেষে, আমি নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং তার আদর্শ অনুসরণ ক'রে সততা, যোগ্যতা এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন ক'রে পিদিমকে সামনের দিকে এগিয়ে-নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

– মো. আকবর হোসেন, উপ-পরিচালক (ফাইন্যান্স)

কার্ড পেয়ে ইন্টারভিউ দিতে ছুটে এলাম মিরপুর ১০, পুরাতন অফিসে। লিখিত পরীক্ষার পর অফিস সহকারী আলপিন (প্রায় ৪ বছর আগে ইহকাল ত্যাগ করেছেন) জানালেন, ১০ মিনিট পর মৌখিক পরীক্ষা হবে। যথা সময়ে মৌখিক পরীক্ষার ডাক পড়লো। এই পরীক্ষায় প্রথম দেখা হলো নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সাথে। তিনি একাই ছিলেন ভাইভা বোর্ডে, অনেক প্রশ্ন করলেন, উত্তর দিলাম। আমি জানতে চাইলাম, স্যার, পিদিম-এর শাখা কয়টি। উনি বললেন, ৪টি শাখা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ৪টি শাখা মানে ছোট এনজিও। ভাইভা শেষে বাড়িতে ফিরে গেলাম। এক সপ্তাহ পর নিয়োগপত্র পেলাম। আমার বৃদ্ধ দাদার (প্রায় পনেরো বছর হয় তিনি ইহকাল ত্যাগ করেছেন। তিনি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক এবং হাজী ছিলেন) সাথে চাকুরিতে যোগদান করবো কি-না পরামর্শ করলাম। পিদিম সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি বললাম, বিশেষ ক'রে ছোট এনজিও, মাত্র ৪টি শাখা তা বললাম। সব শুনে দাদা জিজ্ঞেস করলেন, নির্বাহী পরিচালক মহোদয়কে তোমার কেমন মনে হলো? উত্তরে আমি বললাম, এক কথায় ভালো।

তিনি আমাকে বললেন, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান শুরু করার সময় ছোট

থাকে, বিশ্বস্ত কর্মীরা প্রতিষ্ঠানকে বড় করে। প্রতিষ্ঠান যখন বড় হবে – তুমিও বড় হবে। আমি বললাম, আমি তো হিসাবরক্ষক পদে যোগদান করছি। এই পদে থেকে প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে বড় করতে কাজ করবো? তাছাড়া উক্ত সংস্থায় শাখা ম্যানেজারের পর আর কোনো পদ নেই, ভবিষ্যতে পদোন্নতির ব্যবস্থা নেই। তিনি শুনলেন এবং আমাকে বললেন, সব হবে, যোগদান করো। আজ পিদিম বড় হয়েছে – বলবো না, তবে বড় হওয়ার পথে এখন ৬৮টি শাখা। অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে, চলছে – উদীয়মান সূর্যের মতো।

এই লেখাটি আমার স্ত্রীকে পড়ে শোনালাম, সাথে আমার ছোট্ট আব্বু। সে কেজি টু-তে পড়ে। সে বললো, আব্বু অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কী পরিবর্তন হয় নি – তা বলো। আমি বললাম, বাবা সব পরিবর্তনশীল। দিন যায় এবং ধীরে-ধীরে সব পরিবর্তন হয়, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। কী পরিবর্তন হয় নি – এটা তাকে বলতেই হবে। আমি ভাবতে থাকি। মনের আয়নায় ১৬ বছর পূর্বে ২০০৩ সালে ফিরে যাই। ২০০৩ সালে প্রথম যেদিন নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সাথে ভাইভা বোর্ডে সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেদিন যেমন দেখেছি, আজও তেমনি আছেন, অর্থাৎ বয়স বাড়লেও হেলথ টিপস ফলো করায় (খাবার ও ব্যায়াম) তার শারীরিক গঠন একই আছে। তিনি নিজেকে ঠিক রেখেছেন এবং প্রতিনিয়ত আমাদেরকে স্বাস্থ্যবার্তা দিয়ে যাচ্ছেন। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়কে দীর্ঘায়ু দান করুন, যার হাত ধরে আমরা মানবসেবার সুযোগ পেলাম।

– মাহমুদুল হাসান, টিম লিডার (অডিট)

"কী স্টোন বিহেভিয়ার"

মো. শরিফুল ইসলাম, এএম, তিনানী এরিয়া

সকালে উঠিয়া আমি হৃদয়ে ধারণ করি,
আমি যেন সকল কিস্তি নিয়ে ২টার মধ্যে ফিরে আসতে পারি।
সমিতিতে বসে আমি পূর্বের মাসের সকল ঋণ প্রস্তাব শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করি।
পরের মাসে সদস্যকে সময়মতো ঋণ প্রদান করতে পারি।
প্রতিদিনের আদায়যোগ্য ও আদায়কৃত নিশ্চিত করি।
উর্ধ্বতন প্রশ্ন করলে সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারি।
দিনশেষে সকল কাজ সমাধান ক'রে সঠিক সময়ে ডে-এন্ড নিশ্চিত করি।
হাতের যত কাজ আছে, ক্যাশ বুকের সাথে মিলকরণ যাচাই শেষে স্টেশনে ফিরি।
মাসের ১০ কর্ম-দিবসে মাসিক কিস্তি শত ভাগ আদায়ের জন্য সকলে মিলে চেষ্টা করি।
বিএম, এএম উভয়েই সমিতি পরিদর্শনে বকেয়া সদস্যের সাথে যোগাযোগ ক'রে বকেয়া আদায় বৃদ্ধি করি।
ঋণ ছাড়করণের ক্ষেত্রে সকল প্রকার নিয়ম মেনে ঋণ ছাড়করণ করি।
সঞ্চয় ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইলে শত ভাগ যাচাই নিশ্চিত করি।
অনিয়মিত আদায় রশিদের ব্যবহার নিয়মিত তদারকি করি।
কোনো প্রকার অনিয়ম কেউ যেন করতে না পারে – সেদিকে লক্ষ রাখি।
সকল শাখায় ব্ল্যাক লিস্ট রেজিস্টার আপডেট রাখি।
খারাপ সদস্য যেন পুনরায় ঋণ নিতে না পারে – তার জন্য সকলে সতর্ক থাকি।
ভয়েজ বেজের মাধ্যমে সকল আদায় নিশ্চিত করি।
সময়মতো বিষয়টি কম্পিউটারে মনিটরিং করি।
ফান্ডের ব্যবহার নিশ্চিত করি।
হিসাবের বাইরে ফান্ডের চাহিদা দিলে শাস্তি প্রদান করি।
না পাওয়া পাশ বই যাচাই ক'রে সমস্যা সমাধান করি।
একটিও পাশ বই যাচাইয়ের বাইরে না রাখি।
প্রতিষ্ঠানকে সবাই আমরা নিজের মনে করি।
শুদ্ধচর্চার মাধ্যমে কোনো কাজে কেউ যেন ফাঁকি না দিই।
ফাঁকি দিলে নিজেই ফাঁকিতে পড়বো – সেদিকটা মনে রাখি।
সবাইকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে – এটি স্মরণ করি।
পিদিমের উন্নতি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা
আমাদের সবার অঙ্গীকার – সবাই একসাথে বলি।

স্মৃতির ভিতর ঘর-বাড়ি

রেজা মাহমুদ, এএম, মোগড়াপাড়া এরিয়া

আকাশে উঠেছে চাঁদ, ভালোবাসা চাঁদেরই মতন
ধীরে ক্ষয়ে যায়।
যেমন শুকায় নদী, জলে আর তরঙ্গ উঠে না,
বালি জাগে বুকের ভিতরে,
যেমন সবুজ পাতা ক্রমে হতে থাকে হলুদ,
তারপর নিজস্ব নিয়মে খসে পড়ে
ভালোবাসা সেই রকম; তারও দিন কালি ও
কাদায়, ক্রমে প্রকাশিত হয়ে আসে
আকাশে-আকাশে
ধরা তাকে শুধু তার পাণ্ডুর চাহনি
একদা পঠিত কোনো গ্রন্থের ধূসর স্মৃতির মতো
ভালোবাসা ক্ষয়ে যায়, ভালোবাসা স্মৃতি হয়ে যায়;
যারা ভালোবাসে তারা স্মৃতির ভিতর ঘর-বাড়ি
এখনো বানাতে ভালোবাসে।

এক নজরে গাজীপুর হাউজিং প্রকল্প

রাসেল আহম্মেদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলি, গাজীপুর সদর শাখা।

প্রতিটি মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় হয়। পার্থিব জীবনে কোনো মানুষ তার স্বপ্নটাকে ছোট ক'রে দেখতে চায় না। একজন প্রতিবন্ধীও চায় তার জীবনটা স্বপ্নের মতো ক'রে সাজাতে-গোছাতে। আশার আলো সবাই দেখতে চায়। কেউ দেখতে পায়, আবার কেউ তার চেষ্টার ঘাটতির কারণে পায় না। মানুষ তার চেষ্টায় বাঁচে, চেষ্টায় হারে। কেউ মানুক বা না মানুক – এটিই সত্যি। তাই পিদিম ফাউন্ডেশন মানুষের চেষ্টা আর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার নিরলস চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে সেই ১৯৯৫ ইং সাল থেকে। এরই ধারাবাহিকতায় পিদিম ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় গাজীপুর এলাকায় শুরু করেছে লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট নামক এক স্বপ্নপূরণ কার্যক্রম, যা একটি ব্যতিক্রমি ঋণ কার্যক্রম। গাজীপুর হাউজিং কার্যক্রম শুরু করে মার্চ ২০১৯ ইং থেকে। ইতোমধ্যে লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্টের মধ্যে ৪০টি পরিবারের স্বপ্নপূরণ বাস্তবায়ন করেছে, যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। প্রত্যেকটা পরিবার আজ তাদের স্বপ্নের বাড়িতে বসবাস করছে। সেই সাথে পিদিমের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যেন কোনো কমতি নেই। তাদের স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণে ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ পাওয়ায় যেন তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। বাড়ি নির্মাণে সর্বদা পিদিম ফাউন্ডেশন-এর প্রকৌশলি দ্বারা তদারকি করা, যেন উল্লাসের শেষ নেই। তার সাথে প্রতিটি পরিবারের এই স্বপ্নপূরণের পেছনের গল্পও যেন এক-একটি নাটক বা সিনেমার চেয়ে কম নয়। যেমন: ১. কেউ ভাড়া বাড়িতে থাকতো। তারই ধারাবাহিকতায় বাড়ির মালিকের বিভিন্ন কথা; টাইম মেপে-মেপে পানি; রাত ১১টার পরে গেইট বন্ধ, আত্মীয়স্বজন না আসতে দেয়া ইত্যাদি। ২. আবার কেউ টিনের ঘরে বসবাস করতো; বৃষ্টির রাতে অন্যের ঘরে ঠাঁই নিতে হয়েছে, বৃষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য। ৩. প্রতিটি বাবা-মা-ই চান, তাদের মেয়েকে সুন্দর এবং সম্ভ্রান্ত একটি পরিবারে বিয়ে দিতে। তার জন্য তো নিজের পরিবেশটাও সুন্দর হওয়া দরকার। এমন হাজার গল্প স্থান পেয়েছে পিদিমের এই স্বপ্নপূরণ আবাসন প্রকল্পে।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া এগিয়ে নিতে পিদিম ফাউন্ডেশনের ভূমিকা

মো. গোলাম মোস্তফা খাঁন, এরিয়া ম্যানেজার, সাভার এরিয়া।

৯ জানুয়ারি, ২০১২ ইং তারিখ গাজীপুর সদর শাখায়, শাখা ব্যাবস্থাপক হিসেবে আমি যোগদান করি। যোগদানের পর আমাদের বর্তমান শ্রদ্ধেয় সিনিয়র পরিচালক (কার্যক্রম) মহোদয় গাজীপুর সদর শাখা ও সমিতি পরির্দশন করতে যান। তার সাথে কুশল বিনিময় করার এক পর্যায়ে তিনি আমার পারিবারিক খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন যে, আমার তিন মেয়ে পড়া-লেখায় মোটামুটি ভালো। তিনি মেয়েদের রেজাল্টের কথা শুনে বলেন, শ্রদ্ধেয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনা ক'রে শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করবেন। কিছু দিন পরে এক সার্কুলারের মাধ্যমে জানতে পারলাম, পিদিম ফাউন্ডেশনে কর্মরত সকল কর্মীর সন্তানদের জন্য পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি তে এ+ পেলে এককালীন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে।

প্রথমবারের মতো ২০১৪ ইং সালে আমার বড় মেয়ে এসএসসি-তে গোল্ডেন এ+ পায়। নিয়মমাফিক শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদন ক'রে পিদিম ফাউন্ডেশন হতে সাত হাজার টাকা এককালীন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়বার আমার বড় মেয়ে ২০১৬ ইং সালে এইচএসসি-তে গোল্ডেন এ+ পেলে আট হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি পায়। আমার অন্য দুই মেয়ে বড় বোনের দুবার শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ায় অনুপ্রাণিত হয় এবং তাদের লেখাপড়ার আগ্রহ পূর্বের তুলনায় আরো বেড়ে যায়। ২০১৬-১৭ সেশনে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে জিওগ্রাফি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট বিষয়ে অনার্স-এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। তখন পিদিম ফাউন্ডেশন দশ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করে। পরবর্তীতে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাস্টার্সেও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

বর্তমানে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরকারি চাকুরির জন্য চেষ্টা করছে। সকলের দোয়ায় সাব-ইনস্পেক্টর নিয়োগে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৌখিক পরীক্ষার জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে। আমার দ্বিতীয় কন্যা ময়মনসিংহ অ্যাগ্রিকালচার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমার ৩য় মেয়ে ২০১৯ ইং সালে পিএসসি পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ এ+ পেয়ে পাশ করেছে। ইতোমধ্যে পিদিম ফাউন্ডেশনের শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদন ক'রে পাঁচ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছে। পিদিম ফাউন্ডেশনের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমি মনে করি, পিদিম ফাউন্ডেশনের শিক্ষাবৃত্তি আমার পরিবারের জন্য আশীর্বাদ ও প্রাইভেট টিউটরের মতো কাজ করেছে। তাই আমি ও আমার মেয়েরা পিদিম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

উন্নয়নশীল নারী নিলুফা বেগমের কিছু কথা

মো. মহিদুল ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক, গাজীপুর সদর শাখা।

গাজীপুর সদর থানাধীন আতুরী গ্রামের কথা। এখান থেকে পিদিম ফাউন্ডেশন প্রথম শাখার আরশী/০১ মহিলা সমিতি নামে একটি শাখার প্রথম যাত্রা শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে ক্ষুদ্রঋণ কাযর্ক্রম শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় নিলুফা ইয়াসমিন সমিতির একজন সদস্য হিসেবে সেই ১৯৯৫ ইং তারিখে আরশী/০১ সমিতির ৮নং সদস্য হিসেবে পিদিমে ভর্তি হন। নিলুফা ইয়াসমিন, পিতা-আব্দুল কুদ্দুস, মাতা-মোছা. খুদেজা বেগমের তৃতীয় সন্তান। অতি আদরেই বড় হয়েছে সে পিত্রালয়ে। প্রকৃতির নিয়মে তাকে ছাড়তে হয় আদরের বাবার বাড়ি। মাত্র ৫ম শ্রেণির গণ্ডি পেরিয়েই তাকে অন্য মেয়েদের মতো বসতে হয় বিয়ের পিঁড়িতে। একই গ্রামের নুরুল ইসলামের সাথে পারিবারিকভাবেই বিয়ে হয় নিলুফা ইয়াসমিনের। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস না করলেও খুব বেশি সচ্ছলতাও ছিল না। এরই মাঝে তাদের কোলজুড়ে আসে প্রথম সন্তান। প্রথম সন্তান জন্মের কিছু দিন পার না হতেই আবারও দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেন নিলুফা ইয়াসমিন। বাড়তে থাকে পরিবারে নানা চাহিদা। সেই সাথে বাড়তে থাকে নানা অভাব-অনটন। ঠিক তখনি নিলুফা ও তার স্বামী সিদ্ধান্ত নেন বাড়তি কিছু আয় করার। যেমন ভাবনা – তেমনি কাজ। ঠিক সেই সময় তাদের পাশের বাড়িতে আসে পিদিম ফাউন্ডেশনের আরশী/০১ মহিলা সমিতি নামক প্রথম ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সংগঠনটি। সেই থেকেই নিলুফার পিদিম ফাউন্ডেশনের সাথে পথচলা শুরু। প্রথম দিকে সপ্তাহে ২ টাকা ক'রে সঞ্চয় দিতে-দিতে এক সময় এক হাজার টাকার ঋণ গ্রহণ করেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি হাঁস ও মুরগি পালন শুরু করেন। পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে ভর্তি করান। সন্তানরাও বড় হতে থাকে বাড়তে থাকে নিলুফার টাকার চাহিদা। তার প্রেক্ষিতে নিলুফা বিভিন্ন দফায় ঋণ নিতে থাকেন এবং সর্বোচ্চ ১৮,০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা দিয়ে তিনি কৃষিকাজের পাশাপাশি গাভী ক্রয় করেন। বর্তমানে নিলুফা বেগমের ৩টি উন্নত জাতের গাভী, ২টি ষাঁড় এবং ২টি বাছুর রয়েছে। এছাড়া তার স্বামী নুরুল ইসলাম এসব কাজের পাশাপাশি রাজমিস্ত্রির ঠিকাদারিও করেন। নিলুফা ইয়াসমিনের তিন সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে বর্তমানে দুবাই প্রবাসী, আর ছোট ছেলেটি দেশের একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকুরিরত। সেই সাথে একমাত্র মেয়েটিকেও তিনি ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে নিলুফা ইয়াসমিন তার নিজ পাকা বাড়িতে বসবাস করছেন। ভালো আছেন নিলুফা ইয়াসমিন; নেই কোনো অভাব-অনটন। প্রত্যয়ী নারীদের মধ্যে এখন নিলুফার নাম সবাই বলে।

সৃজনশীলতা

অফিস করিডোরে বাগান

মো. আনোয়ার হোসেন, বিএম, তিনানী শাখা।

প্রায় ১ বছর পূর্বে তিনানী শাখা অফিসে এরিয়া ম্যানেজার মো. শরিফুল ইসলামের নির্দেশনায় শাখা ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে সি.ও. সেলিম হোসাইন-১৩৬২'র উদ্যোগে এবং শাখার অন্যান্য কর্মীদের সহযোগিতায় প্রথমে একটি ফুলের বাগান তৈরি হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ফুলের গাছের পাশাপাশি পেয়ারা গাছ ও পেঁপে গাছ লাগানো হয়। আমাদের বাগানে বর্তমানে যে সব ফুল গাছ রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে লাল গোলাপ, গোলাপি গোলাপ, ক্রিসমাস, ঝাউ গাছ, মোরগ ফুল, জবা ফুল এবং অন্যান্য ফুল গাছ রয়েছে। এমনকি একটি পেয়ারা গাছ ও দুটি পেঁপে গাছও আছে। পেঁপে গাছ হতে আমরা বিগত তিন মাস যাবৎ দেশী পাকা পেঁপে খাচ্ছি। সেই সাথে এলাকার অন্যান্য শাখার কর্মীদের জন্যও পাকা পেঁপে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ফুলের বাগান ছাড়াও শাখা ব্যবস্থাপক মো. আনোয়ার হোসেনের উদ্যোগে অফিসের পাশে একটু খালি জায়গায় গত ২ মাস পূর্বে শিম গাছ লাগানো হয়। সঠিক পরিচর্যায় শাখার সকল কর্মী মিলে (পারুল, সেলিম, রঞ্জন, আমিনুল, মোতাব্বির ও কাজের বুয়া সবাই মিলে) এখানে সুতা দিয়ে মাচার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে আমরা এক মাস যাবৎ শিম গাছ থেকে দেশী বিষমুক্ত শিম খাচ্ছি। এর ফলে আমাদেরকে স্থানীয় বাজার হতে বেশি দামে শিম কিনতে হচ্ছে না। অতি উৎসাহের সাথে বলা যায় যে, প্রায়ই ফুলের সৌরভে অফিস আঙ্গিনা সুভাসিত হয়ে ওঠে। অফিসে আগত আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ অতিথি ও সদস্যবৃন্দ আমাদের এই উদ্যোগের ভুয়সী প্রশংসা করেন। আগত অতিথি ও সদস্যদেরকে আমরা বাগানের পাকা পেঁপে দিয়ে আপ্যায়ন ক'রে থাকি। বর্তমানে বাগানের পেঁপে গাছে পেঁপে আছে এবং ফুল গাছে অনেক ফুল ধরেছে। শিম বাগান অফিসের পরিবেশটা অনেক সুন্দর করেছে।

তিনানী শাখার বর্তমান প্রতিচ্ছবি

পিদিম বার্তা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-২০২০, সম্পাদনা পরিষদ: ১) মো: হুমায়ুন কবীর সেলিম, সিনিয়র পরিচালক (কার্যক্রম) ২) মো: শফিউল্লাহ শোভন, উপ-পরিচালক (মানব সম্পদ বিভাগ) ৩) মোছা নাজনীন নাহার, প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী। পিদিম ফাউন্ডেশন কর্তৃক: প্লট: এ-৭৬, রোড: ডাব্লিউ-১, ব্লক: এ, ইস্টার্ন হাউজিং, পল্লবী ফেইজ-২, রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, হতে প্রকাশিত, ফোন: ০২-৯০১১৮০৮, ৯০০৫৮৭৪, ই-মেইল: pdimfoundation.bd@gmail.com, ওয়েব: www.pdimfoundation.org